নথি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবন করলাম। বাদী/ দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের আদেশ ৩৯ বিধি ১ তৎসহ ধারা ১৫১ মোতাবেক আনীত গত ১৮/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, বিবাদী প্রতিপক্ষ কতৃর্ক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

দরখাস্তকারীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে দরখাস্তকারীপক্ষ দরখাস্তের তফসিল বর্ণিত ১(ক), ২(ক) এবং ৩(ক) সম্পত্তিতে **বিবাদী প্রতিপক্ষ যাতে মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে জোরপূর্বক জবর দখল করিতে এবং অন্যত্র হস্তান্তর করিতে না পারে** তজ্জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া অত্যবশ্যক বলে আমি মনে করি। প্রথমত অত্র মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী পক্ষের Prima facie কেস আছে কি না , দ্বিতীয়ত তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য বাদীর অনুকুলে আছে কি না এবং তৃতীয়ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীর অপূরনীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না ?

দরখাস্তকারীপক্ষ দাবি করেন যে, নালিশী ১(ক), ১(খ) ও ১(গ) তফসিল ভুক্ত সম্পত্তি বাদীগণ দান, পৈত্রিক , মৌরশী ও খরিদাসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে অনেককাল আগ থেকে ভোগদখলে আছেন। বিবাদী-প্রতিপক্ষের উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্বদখল নেই। উক্ত নালিশী সম্পত্তি বিবাদী-প্রতিপক্ষগণ নামজারি খতিয়ানের অনুবলে দাবি করে আসিতেছেন। সর্বশেষ বি এস খতিয়ান ভুলভাবে রেকর্ড হওয়ায় বাদীপক্ষ ভুল রেকর্ডের বিরুদ্ধে অত্র ঘোষনামূলক ডিক্রী আনয়ন করেন। বিবাদী-প্রতিপক্ষ এলাকায় বলে বেড়াচ্ছে যে নালিশী ১(ক) তফসিল ভুক্ত পুকুরের দক্ষিন-পশ্চিমাংশের পুকুর পাড় ও জলীয় অংশ এবং ৫৫-৬২ নং বিবাদীগণ ১(খ) ও ১(গ) তফসিলী ভুমি যে-কোন সময়ে জবর দখল করিবে। এমতবস্থায় ১-১৪ নং বিবাদী এবং ৫৫-৬২ নং বিবাদীগণ যাতে নালিশী তফসিলী সম্পত্তি জোর করে জবর দখল করতে না পারে তৎমর্মে তাদেও কে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বারিত করা আবশ্যক।

দরখাস্তকারী পক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক ১-৩/৮/১০-১২ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দাবি করেন যে, ১ নং তফসিল বর্নিত নালিশী ২০.৪৯ শ. এর আর এস রেকডীয় মালিক ছিলেন আব্দুল হামিদ। তিনি নালিশী আর এস ৫২০৫ নং দাগের ৫.৫০ শ সহ ২২ শ. সম্পত্তি ১১/০৮/১৯৩২ সনে দানপত্র দং মূলে জবরদস্ত খাঁ বরাবর হস্তান্তর করেন। আব্দুল হামিদের মৃত্যুতে তার বাদবাকি সম্পত্তি দুই পুত্র জবরদস্ত খাঁ ও ইসমাইল খাঁ ও ০২ কন্যা সফেয়া খাতুন ও হাজেরা খাতুন প্রাপ্ত হয়। ইসমাইল খাঁ এর মৃত্যুতে তার ওয়ারীশগণ নালিশী ৫২০৫ দাগের ১১ শতক সহ কতেক সম্পত্তি ০৫/১১/১৯৪৩

তারিখে ইদ্রিস চৌধুরী ও আব্দুল লতিফ চৌধুরী বরাবর হস্তান্তর করেন। আবার জবরদস্ত খাঁ বিরোধীয় ৫২০৫ দাগে ৭ শ. সম্পত্তি ইদ্রিস চৌধুরী গং দের বরাবর ৪৮০৮ নং কবুলিয়তমূলে বন্দোবস্তো প্রদান করেন। এভাবে নালিশী ৫২০৫ দাগে মোঃ ইদ্রিস চৌধুরী ও আব্দুল লতিফ চৌধুরী ১৮ শতক ভুমির মালিক দখলরকার হন। আব্দুল লতিফ চৌধুরীর মৃত্যুতে তার স্বত্বাংশে ০৪ পুত্র আব্দুল হালিম গং ও ০২ কন্যা মহমুদা খাতুন গং মালিক হয়। পরবর্তীতে বিগত বি এস জরিপে মোঃ ইদ্রিস ও আব্দুল হালিম গং দের নাম ছুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়। মোঃ ইদ্রিসের মৃত্যুতে তার স্বত্ব পরবর্তী ওয়ারীশ অর্থাত বিবাদীগণ প্রাপ্ত হয় এবং অদ্যাবধি সকলের জ্ঞাতসারে নালিশী ৫২০৫ দাগের ১৪৯ শতক আন্দরে ১৮ শতক ভুমি ভোগদখল করে আসছেন। বাদীর পূর্ববর্তী জবরদস্ত খাঁ বিভিন্ন সময়ে তার স্বত্বাংশের ভুমি বিবাদীদের পূর্ববর্তী বরাবর হস্তান্তর করায় বিরোধীয় ভুমিতে বাদীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ ও দখল নেই।

উপরিউক্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীগণ নালিশী ১(ক), ২(ক) এবং ৩(ক) তফসিলী সম্পত্তিতে পৈত্রিক, দান, মৌরশী ও খরিদসূত্রে স্বত্ববান থেকে দীর্ঘকাল যাবত ভোগদখল করে আসছেন মর্মে দাবি করলেও বিবাদী প্রতিপক্ষ নালিশী ৫২০৫ দাগের ১.৪৯ একর ভূমি মধ্যে ১৮ শতক ভুমি তাদের পূর্ববর্তীগণ খরিদসূত্রে মালিক দখলকার হন এবং সর্বশেষ বি.এস জরিপও তাদের ও ওয়ারীশগনের নামে হয় মর্মে দাবি করেন। বিবাদী প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী তর্কিত বি এস ২৭৪৬ খতিয়ান দৃষ্টে উক্ত দাবির সত্যতা আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের প্রকৃত মালিকানার সত্যতা বিষয়টি ছুড়ান্ত সাক্ষ্যপ্রমানে নিরুপিত হবার অবকাশ রয়েছে। দরখাস্ত স্বীকৃতমতে বিবাদীপক্ষ তাদের নামে নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্তে জমাভাগ খতিয়ান সৃজন করেছেন। যেহেতু বি.এস জরিপ ও জমাভাগ খতিয়ান বিবাদীগনের অনুকুলে যেহেতু নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীপক্ষের দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা নেওয়া যায়। বাদীপক্ষ ১ নং তফসিলের ১.৪৯ একর পাড়সহ পুকুরের মধ্যে ২০.৫০ শতকে নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করলেও পুকুরে কতটুকু এবং পাড়ে কতটুকু দাবি করছেন তা অনির্দিষ্ট এবং অচিহ্নিত। কোন সুনির্দিষ্ট চৌহদ্দি নেই। বাকি দুই তফসিলেরও সুনির্দিষ্ট চৌহদ্দি নেই। বাদীপক্ষ তাদের দখল সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান আদালতে উপস্থাপন করতে পারেননি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ অত্র মামলায় Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে মর্মে বিবেচনা করি।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় বাদী তার নিষেধাজ্ঞা দরখাস্তে ৬ নং দফাতে এরুপ উল্লেখ করেছেন যে, " বর্নিত বিবাদীগণ এলাকায় বলিয়া বেড়াইতেছে যে, তাহারা শিগ্রই এই বাদীগনের স্বত্ব-দখলীয় ১(ক) তফসিলের জলে পাড়ে পুকুরের দক্ষিন পশ্চিমাংশে পুকুরপাড় ও জলীয়াংশ জবর দখল করে নিবে। অনুরুপভাবে ৫৫-৬২ নং বিবাদীগণ নালিশী ২(ক) ও ৩(ক) নং তপসিলের ভুমির জবর দখল করে

নিবে মর্মে আস্ফালন করিতেছে।" এই বক্তব্য হতে অনুমিত হয় যে, বিবাদীপক্ষ তর্কিত ভূমিতে বাস্তবিক অর্থে দৃশ্যমান কিছু করেননি। এক্ষেত্রে অত্র আদালত মনে করে " Any relief warrants the happening of certain events which is prejudicial to the interest of the party seeking relief. In this case, the plaintiffs are contemplating a future event. An order of injunction even if ad-interim form cannot be granted on a mere apprehension that a particular event may occur at any time in future. তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদীপক্ষের প্রতিকূলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে এমনটি আমার নিকট পরিলক্ষিত হয়নি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী দরখাস্তকারী পক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ১৮/১১/২০২১ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম